R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ঃ ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৫শ বর্ষ
৩০শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৯শে অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৪০৫ সাল।
১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯৮ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

বি. এল. আর. ও অফিসে কাজের নামে প্রহসন, ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে পাট্টা দেওয়া হয়েছে

বিশেষ প্রতিবেদক : রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের বি. এল. আর. ও অফিসে কাজের নামে যে অব্যবস্থা ও দুর্নীতি চলছে সেটা সম্প্রতি বৈদপুর গ্রামের জমি সংক্রান্ত এক বিবাদে পরিস্কার হয়ে গেছে। রঘুনাথগঞ্জ ১ নং ব্লকের গণকরের বৈদপুর গ্রামের মথুরাপুর মৌজার ৯৩১ নং খতিয়ানভুক্ত ১৮৬ নং দাগের জমির প্রকৃত মালিককে তা নিয়ে বি. এল. আর. ও অফিস থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের নাম জানানো হয়েছে। গত ২/২/৮৯ তে দেওয়া এক সার্টিফিকেটে দেখা যাচ্ছে এই জমির মালিক ঐ গ্রামের আবদুল হান্নান। আবার অপরদিকে গণকরের আর আই এর করা এক সরজমিন তদন্তে ২০/৭/৯৮ তে বলা হয়েছে জমির মালিক এনামুল হক। ঐ তদন্তেই জানানো হয় ১৯৭২ এ ঐ জমি সরকার অধিগ্রহণ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৬ এ মুর্শিদাবাদ জেলা জজ আপীল নং ১/৭২ সেই অধিগ্রহণের আদেশ খারিজ করেন। এদিকে ১৯৭৫ এ বি. এল. আর. ও ঐ জমি আবদুল হান্নানকে (২য় পৃষ্ঠায়)

গণ ধর্ষণের পর পনর বছরের শাকিলাকে হত্যা করা হ'ল

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের বড়শিমুল গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁদপাড়া গ্রামে গত ৮ ডিসেম্বর ১৫ বছরের শাকিলা খাতুন গণ ধর্ষণের শিকার হন। পরে দুষ্কৃতীদের হাতে তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। খবরে প্রকাশ, চাঁদপাড়া গ্রামের এসলাম শেখের কন্যা শাকিলার সাথে তাঁর দাদার শ্যালক জিয়াবুলের মধ্যে কিছুটা ভালোবাসা জন্মায়। ঘটনার দিন রাতে বৌদির সহযোগিতায় জিয়াবুলের সাথে নতুন জীবন শুরুর বহু আশা নিয়ে শাকিলা ঘর ছাড়ে। কিন্তু পরবর্তীতে শাকিলার ভাগ্যে নেমে আসে এক চরম বিপর্যয়। জীবন সাথীর ছদ্মবেশে জিয়াবুল তার পাঁচ বন্ধু নিয়ে ঐ রাতেই শাকিলার উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। জানা যায় গণ ধর্ষণের পর শাকিলার যৌনাঙ্গে এ্যাসিড ঢেলে গলায় ফাঁস লাগিয়ে তাঁকে হত্যা করে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেয়। দুষ্কৃতীদের নায়ক জিয়াবুল গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ে আহত হয়ে বর্তমানে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি আছে। বাকী পাঁচজন বেপাত্তা। এই ঘটনার ব্যাপারে রঘুনাথগঞ্জ থানা কিছুই জানে না বলে জানা যায়।

তিন তাসের খপ্পরে আবার সাধারণ মানুষ সর্বস্বান্ত হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : উমরপুর মোড় থেকে রঘুনাথগঞ্জ গাড়ীঘাট পর্যন্ত আবার শুরু হয়েছে তিন তাসের রমরমা কারবার। অনুসন্ধানে জানা যায়—১২ থেকে ১৫ জনের একটি গ্যাং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় খেলা পরিচালনা করে থাকে। রবিবার হাটের দিন উমরপুর গরুর হাটে, যাত্রী ভর্তি বাসের ছাদে আবার জনবহুল ফুলতলা এলাকায় এরা ব্যবসা ফাঁদে। সাধারণ মানুষ লোভ ও নেশার বসে টাকা পয়সা, ঘড়ি, সোনার আংটি এমন কি গায়ের শীতবস্ত্র পর্যন্ত ঐ দুষ্ট চক্রের কাছে দিয়ে সর্বশান্ত হয়। মাঝে প্রশাসনের তৎপরতায় এই সর্বনাশা খেলা বন্ধ হয়েছিল। সাধারণ মানুষের স্বার্থে আবার প্রশাসন সজাগ হোন।

জঙ্গিপুর কলেজ এক অভিনব দৃষ্টান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : বর্তমানে জঙ্গিপুর কলেজের হাল দেখে বোঝা যায় না এটি জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম কলেজ। দীর্ঘ সতের বছর অধ্যক্ষহীন কলেজে বর্তমানে প্রায় ষোলজন অধ্যাপকের পদ শূন্য। ১৮টি আলমারিতে অযত্নে অবহেলায় প্রায় ৪০ হাজার বই পরে পরে নষ্ট হচ্ছে। ছ' বছর ধরে লাইব্রেরীয়ান বা এ্যাসিঃ লাইব্রেরীয়ান নাই। একজন অনভিজ্ঞ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীকে দিয়ে লাইব্রেরীর কাজ চালানো হচ্ছে। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা (শেষ পৃষ্ঠায়)

গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠক নেই ইঁদুর-আরশোলাই এখন ভরসা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জেলার অধিকাংশ গ্রামীণ গ্রন্থাগারের অবস্থা খুবই খারাপ। গ্রন্থাগারিক কিংবা সহকারী কর্মী কেউই নিয়মিত গ্রন্থাগারে আসেন না। এর ফলে প্রায়ই গ্রন্থাগারের দরজা বন্ধ থাকে। গ্রন্থাগারগুলির বারান্দায় কুকুর, ছাগল কিংবা ছোট ছেলেমেয়েরা নির্ভয়ে পায়খানা, প্রস্রাব করে চলে যায়। এর ফলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গ্রন্থাগারগুলিতে (শেষ পৃষ্ঠায়)

শ্রীকান্তবাটী হাই স্কুলে আবার পুরোনো নিয়ম ফিরে এলো

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ অত্যধিক ছাত্র-ছাত্রীর চাপে রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের গোপালনগরে শ্রীকান্তবাটী পি এস এস শিক্ষানিকেতনে প্রথম দিকে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ক্লাস সপ্তাহে তিন দিন করে চালু হয়। পরবর্তীতে ম্যানেজিং কমিটি শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের দু' ভাগ করে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
রাজসিংহের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর ভি ভি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪০৫

॥ দোহাইয়ে ॥

কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে দূরদর্শনের 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' পরিবর্ত্তনের। সে স্থলে 'সত্যম্ প্রিয়ম্ সুন্দরম্' ব্যবহৃত হইতেছে। সুপ্রাচীন বাক্যটি, যাহা আপ্তবাক্য, যাহা সকলের হৃদ্য ছিল. তাহার অদ্ভুত পরিবর্তনসাধন কোনও প্রকার সুযুক্তির বশে হয় নাই ; হইয়াছে শুধু এক হুমকির ফলে। 'শিবম্' শব্দর ব্যবহার একশ্রেণীর মৌলবাদের কাছে প্রবল আপত্তিজনক হইয়াছিল। উহা ব্যবহার করায় নাকি হিন্দু দেবতার দ্যোতনা আনিতেছিল। অথচ 'শিবম্' কী অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা বুঝিবার মত মস্তিষ্ক মৌলবাদীদের থাকিবার কথা নহে। উক্ত উদ্ধৃতিতে 'শিবম্' শব্দটি ক্লীবলিঙ্গের প্রথমা বিভক্তির একবচনের রূপ, যাহার অর্থ মঙ্গলকর বা শুভকর। এই দিক দিয়া শব্দটি হিন্দু দেবতার দ্যোতক নহে। ইহার পুংলিঙ্গ প্রথমা বিভক্তির একবচনের রূপ 'শিবঃ' হয় যাহা হিন্দু দেবতার দ্যোতক বলিয়া কেহ ধরিতে পারেন। বস্তুতঃ উক্ত দীর্ঘ-দিনের বহু প্রচলিত বাক্যটির তিনটি শব্দই ক্লীবলিঙ্গ প্রথমা বিভক্তির একবচনের রূপ।

* * *

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত 'বন্দেমাতরম্' ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ইহার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা সর্বধর্মের ভারতীয়রা জানেন। কত বীর বিপ্লবী এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেশের জন্য শহীদ হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বস্তুতঃ 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতটির এক অপূর্ব ভাবাবেগে আপ্লুত করিবার শক্তি রহিয়াছে। জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে যতটুকু অংশ গীত হয়, তাহার মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর কোন সন্ধান মিলে না, সেখানে আছে দেশমাতৃকার এক অনুপম ছবি, ইহারই বন্দনা করা হইয়াছে, কোন দেবতার বন্দনা ইহাতে নাই। কিন্তু সম্প্রতি নাকি মৌলবাদী জিগির উঠিয়াছে যে, এই গানে হিন্দু দেবতার কথা আছে। সুতরাং বিদ্যালয়ে এই গান গাওয়া আবশ্যিক হইতে পারে না। 'বন্দেমাতরম্'-এর যে প্রথম অনুচ্ছেদটি গাওয়া হয়, তাহাতে দেশের ছবিই সুস্পষ্ট, হিন্দুধর্মের কোন দেবীর নহে। সুতরাং যে সব বিদ্যালয়ে 'জনগণমন' জাতীয় সঙ্গীতের বদলে 'বন্দেমাতরম্' গাওয়া হয়, তাহাতে অপর কোনও সম্প্রদায়ের আপত্তি উঠিবার কারণ বুঝা সুকঠিন। প্রতিবেশী এক ইসলামিক রাষ্ট্রে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি বেশ ভক্তি-সহকারে গাওয়া হয়। এই গানে ত দেশমাতৃকার ছবি পরিস্ফুট হইয়া আছে। মৌলবাদীরা সেক্ষেত্রে ত নীরব। তবে কি সংস্কৃত ভাষায় 'বন্দেমাতরম্' রচিত হওয়ায় আপত্তির কারণ রহিয়াছে ? ইহার উত্তর মিলিবে না।

যাহা হউক, ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ সেকুলারিজম্-এর দোহাইয়ে একদা যেমন 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'-কে বিসর্জন দিয়াছেন, তেমনই 'বন্দেমাতরম্'-কেও অচ্ছুত করিতে সম্মত হইবেন। ধর্মনিরপেক্ষতার এই অপূর্ব পরাকাষ্ঠায় পৃথিবীর তাবৎ স্বাধীন দেশ বোধ করি, তারিফ করিবে। আমাদের ভোটভিক্ষার রাজনীতি যতদিন রহিবে, ততদিন এবম্প্রকার নীতি স্বীকার করিয়া চলিতে হইবে। অতঃপর দেশ হইতে সংস্কৃত ভাষার চর্চা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্তও চলিবে না—যদি দাবী উঠে, তাহাও হয়ত মানিতে হইবে।

মুর্শিদাবাদের এস, পিকে সম্বর্দ্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান বিড়ি মার্চেন্টস্ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে গত ৯ ডিসেম্বর নুর বিড়ি ফ্যাক্টরীর নতুন ভবনে জেলার নবাগত এস, পি সোমেন মিত্রকে সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জনপ্রিয় চিকিৎসক ডাঃ আবদুস মনসুর আহমেদ। সব মহল ডাকবাংলো থেকে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত রাস্তাটি প্রশস্তভাবে নির্মাণের দাবী তুললে এস, পি এ ব্যাপারে সত্বর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের প্রতিশ্রুতি দেন। এ ছাড়া এই এলাকার নিরাপত্তা, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন দিক নিয়েও এস, পির সঙ্গে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের আলোচনা হয়।

পাট্টা দেওয়া হয়েছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

পাট্টা করে খাতা-কলমে দিয়ে দেয়। গত সাত আট বছর আগে আবদুল হান্নান এ খবর পান। কিন্তু জমির দখল নিতে ব্যর্থ হন। এই পরিস্থিতিতে তিনি তাঁর পাট্টা সমেত কাগজপত্র দিয়ে মহকুমা শাসকের কাছে গত জুন মাসে ১৪৪ ধারা জারির আর্জি করেন। এই আর্জির পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখিত তদন্তে বলা হয়েছে—জমির প্রকৃত মালিক এনামুল হক এবং তিনি এই জমি ১৯৭২ এর আগে থেকে এখন পর্যন্ত ভোগদখল করে আসছেন। এখন প্রশ্ন ১৯৭২ এর খাস করার সিদ্ধান্ত খারিজ হওয়া সত্বেও জমিতে পাট্টা দেওয়া হলো কেন এবং দীর্ঘ ২৩ বছরের ব্যবধানেও সেই ভুল সংশোধনের কোনো চেষ্টাই বা কেন করা হলো না। এর পিছনে কোনো অশুভ অভিসন্ধি রয়েছে কিনা তা নিয়ে ভুক্তভোগী গ্রামবাসীরা প্রশ্ন তুলেছেন।

আমাদের গাঁয়ের ডাক্তারবাবু (৫ম পৃষ্ঠার পর)

ইঞ্জিনটাকে আসতে দেখে বাক্স-বেডিং ফেলে প্রাণের ভয়ে শশিভূষণের উল্টোমুখে সে কি দৌড়! পিছনে-পিছনে তাকে ধরার জন্য বাড়ির কোটাল ছুটন্ত হারুর পরিত্রাহি চিৎকার! ছোটবাবুকে গাড়িতে তুলে দিতে না পারলে গর্দান যাবে।

জরুরের ডাক্তারবাবু গল্পটা শুনিয়ে হো হো করে হেসে উঠতেন। সেই প্রাণখোলা হাসি ১৯৯৮-এর ১১ই আগষ্ট হঠাৎ মিলিয়ে গেল। দুঃসংবাদটা পেয়ে জরুর বাড়ালার অনেকের চোখে জল এসেছিল, যারা এই সেদিনও জানতে চেয়েছিল—ডাক্তারবাবু এবছর কালীপুজোয় গাঁয়ে আসছেন তো?

—আশিস রায়

জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কারের আধিকারিকের করণ

মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর

নো টি শ

মুর্শিদাবাদ জেলার সকল প্রাক্তন তহশীল মুহুরারদের জানান যাচ্ছে যে এই জেলাতে কোন না কোন সময়ে তহশীল মুহুরার হিসাবে কাজ করেছেন এমন ১১৮ (একশত আঠার) জনের নামের তালিকা ৩০/১১/৯৮ তারিখ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ভূমি লেখ্য ও জরীপ অধিকর্তা মহোদয়ের দপ্তর থেকে পাওয়া গিয়েছে। সেই ১১৮ জন প্রাক্তন তহশীল মুহুরারদের নামের তালিকা এই অফিসের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গানো হয়েছে।

এই ১১৮ জন বাদে যদি আর কেউ কোন না কোন সময় তহশীল মুহুরার হিসাবে এই জেলাতে কোথাও কাজ করে থাকেন, তাঁকে আগামী ৩১/১২/৯৮ তারিখের মধ্যে এই অফিসে নিম্ন স্বাক্ষর-কারীর কাছে তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণাদিসহ দরখাস্ত করার আহ্বান জানান হচ্ছে। প্রকাশ থাকে যে ঐ ৩১/১২/৯৮ তারিখের পরে পাওয়া কোন আবেদন পত্র বিবেচনা করা হবে না।

জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ

Memo No. 1046 (2)/Inf./Msd. Date 9. 12. 98

বীমাশিল্প উন্মুক্তকরণের বিপদ

বিশেষ প্রতিবেদন ঃ ইতিমধ্যেই সংবাদ-পত্রের মাধ্যমে সকলেই জেনে গেছেন যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা ব্যবসাকে উন্মুক্ত করে দিয়ে বেসরকারী কিছু সংস্থাকে বিদেশী লগ্নীর সাহায্যে এদের বীমা ব্যবসায় অংশ দিতে চান। এই লক্ষ্যে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে একটি সংবিধান সংশোধনী বিল আনার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। বীমাকর্মীরা দেশের সব জায়গার মতোই মহকুমাতেও এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন সাধারণতঃ সরকারী কর্মীরা বিষয় নিয়ে বেশী আন্দোলন করেন অর্থাৎ বেতন বৃদ্ধি—বীমা কর্মীদের এই আন্দোলনে সে বিষয়ের কোনোই উল্লেখ নেই। তাঁদের একটি দাবী রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা ব্যবসাকে উন্মুক্ত করা যাবে না। প্রশ্ন উঠছে এল, আই, সিতে যে টাকা জমা দেওয়া হয়েছে তা নিরাপদ কিনা কিংবা আগামী দিনে এল, আই, সির পলিসি কেনা বুদ্ধিমানের কাজ হবে কি না। বীমাকর্মীদের এ বিষয়ে বক্তব্য খুবই সহজ। তাঁরা বলছেন বীমায় যে টাকা জমা দেওয়া হয়েছে বা আগামী দিনে এল, আই, সির পলিসি বাবদ যে টাকা জমা পড়বে তা সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং নির্দিষ্ট সময়ে বোনাস সমেত সে টাকা ফেরৎ পাওয়া যাবে। তবে এত পথসভা কিংবা মিছিলের আয়োজন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে জানতে হবে ভারতে বীমা ব্যবসার ইতিহাস ১৮৭০ এ ভারতে প্রথম বীমা কোম্পানী চালু হয়। ১৯৪৭ এ দেশ স্বাধীন হবার সময়ে এ দেশে ৩০০'র বেশী বেসরকারী বীমা কোম্পানী ছিল। এগুলির অধিকাংশ চালাতেন দেশের ধনী পরিবারগুলি—টাটা, বিড়লা, ডালমিয়া, সিঙ্ঘিয়া এবং গোয়েঙ্কারা। এঁরা প্রতি-যোগিতায় টিকে থাকতে দুটি কাজ করতেন ইচ্ছেমতন প্রিমিয়ামে ছাড় দিতেন, বাড়তি বোনাস দেবার প্রতিশ্রুতি দিতেন এবং বীমার পলিসিতে যে টাকা জমা পড়তো তার কিছুটা আত্মসাৎ করে, কিছুটা ফাটকা বাজারে খাটিয়ে লোকসান করে অসময়ে কোম্পানীর দরজা বন্ধ করে দিতেন। পরে নতুন নামে আবার বীমা কোম্পানী চালু করে প্রতারণার কাজ চালিয়ে যেতেন। ১৯৪৫ থেকে ৫৫ এর মধ্যে ২৫টি এ ধরনের কোম্পানী লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিঃস্ব করে দিয়ে ব্যবসা গুটিয়ে নেয় এবং আরও ২৫টি কোম্পানী বিক্রি হয়ে যায়। ৭৫টি কোম্পানী কেবল ১৯৪৩ তেই বোনাস ঘোষণা করেও তা দিতে পারেনি বীমা ব্যবসার এসব অনিয়ম তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সি, ডি, দেশমুখ এবং প্রধানমন্ত্রী নেহেরুকে ১৯৫৬ এর ১লা সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা কোম্পানী ভারতীয় জীবনবীমা নিগম প্রতিষ্ঠায় বাধ্য করে। তখন ২৪৫টি বেসরকারী কোম্পানীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

বীমা ব্যবসায় জাতীয়করণের মূল উদ্দেশ্য ছিল দুটি। এক, বীমাকারীর অর্থকে সুরক্ষিত করা এবং দুই সহজ শর্তে দেশের পরিকাঠামো এবং সামাজিক উন্নয়নে এ টাকার ব্যবহার। গত ৪২ বছরে এল, আই, সি সঠিকভাবে এ কাজ করে এসেছে। আবাসন খাতে ১১ হাজার কোটি টাকা, বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে ৮ হাজার কোটি টাকা, জল সরবরাহে ২ হাজার কোটি টাকা এবং পরিবহণে ৫৪০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে এল, আই, সি দেশের উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখেছে। এছাড়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণে ভারত সরকারের অন্যতম অর্থ সরবরাহকারী হলো এল, আই, সি। এর সঙ্গে প্রতি বছর ১৯৯৫তে বিনিয়োগ করা ৫ কোটি টাকার ডিভিডেণ্ড বাবদ এল, আই, সি ভারত সরকারকে ১৯৯৬ তে ১৬১ কোটি এবং আয়কর বাবদ ৫৮২ কোটি টাকা দিয়েছে। জমা টাকার নিরাপত্তা দিতেও এল, আই, সি বিশেষ নজীর সৃষ্টি করেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেখানে ৪০ শতাংশ দাবী সময় মতো নিষ্পত্তি হয় এল, আই, সি সেখানে ৯৭ শতাংশ দাবীর সময় মতো নিষ্পত্তি করে। এহেন একটি সংস্থাকে দুর্বল করে দিতে সরকার কিছু ফাটকাবাজী সংস্থাকে প্রবেশাধিকার দিতে উদগ্রীব। কারণ যাদের কাছ থেকে ধার নিয়ে এদেশ চলছে তাদের দীর্ঘদিনের আবদার এদেশের বীমা বাজার তাদের অবাধ লুঠপাঠের জন্য খুলে দিতে হবে। আই, আর, এ বিল কার্যকরি হলে এদেশে যে কোম্পানীগুলি আসবে তারা প্রথমে হয়তো কিছু টোপ ফেলবে। যেমন প্রিমিয়াম কম, বোনাস বেশী ইত্যাদি। কিন্তু পরে তারা টাকা না ফেরৎ দিয়ে পালিয়ে যাবে। এই বিলের মাধ্যমে যে সব বিদেশী কোম্পানী ৪০ শতাংশ শেয়ার নিয়ে এ দেশের বীমা ব্যবসায় অংশ নেবে তাদের অনেকেই নিজেদের দেশে বীমাকারীদের টাকা না ফেরৎ দেবার কারণে অভিযুক্ত। যেমন লয়েড, সান লাইফ কিংবা প্রুডেন-শিয়াল। তাই বীমাকর্মীদের আই, আর, এ বিল প্রত্যাহারের জন্য সরকারকে বাধ্য করার এ আন্দোলনে সমস্ত সচেতন মানুষদের অংশগ্রহণ সময়ের দাবী।

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সবরকমের কার্ড পাওয়া যায়।

ফোন নং—৬৬২২৮

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

আমাদের গাঁয়ের ডাক্তারবাবু

[ব্রিগেডিয়ার অজিতকুমার রায়ের সাথে আত্মিক একটা টান ছিল 'জঙ্গীপুর সংবাদ' এর। পত্রিকার দায়িত্ব নেবার বহু আগে থেকে দেখে আসছি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ছাপান গ্রাহক তালিকায় সে নাম। তবু সম্পর্কটা কোনদিন ছিল না ক্রেতা-বিক্রেতার। এমন আপনজনের হঠাৎ ঠিকানা পরিবর্তনে মর্মাহত আমরা। যে ঠিকানায় আর কোনদিন কাগজ পাঠান যাবে না শত চেষ্টায়। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই রচনা।

—সম্পাদক, জঙ্গিপুর সংবাদ]

এখানে অনেকে তাঁর নামও জানে না। পুরনো মানুষরা চিনতেন, ভালবাসতেন। ব্রিটিশ আমলে ফাইভার-ই-হিন্দ্ পদকপ্রাপ্ত জরুরের প্রতাপশালী শশীবাবুর ভাইপো তখনকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট গিরিজাবাবুর বড় ছেলে অজিতকে দাদাঠাকুরও খুব স্নেহ করতেন পুজোপার্বণে যখন গাঁয়ে আসতেন, সঙ্গে আসত ওষুধপত্র-বোঝাই একটা পেটী। সকালে বিকেলে বসতেন কাছারি বাড়ির বারান্দায়। ডাক্তারবাবুর আসার খবরটা ছড়িয়ে পড়ত জরুর ছাড়িয়ে বাড়ালা, বৈদড়া, সেগুা, মণ্ডলপুর পর্যন্ত।

শুধু রোগী দেখা নয়, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবর নিতেন—দোকড়ি ঘোষ বেঁচে আছে তো? তারণ দত্তর নাতিরা সব কে কী করছে? সেখাদের বাড়িটা এখনো তেমনি আছে? দেখে তখন বোঝা যেত না জরুরের এই ডাক্তারবাবুই কলকাতার পার্কষ্ট্রীটের এক নামকরা মিশনারি হাসপাতালের সার্জেন-ব্রিগেডিয়ার এ কে রে, এফ-আর-সি-এস, ভি-এস-এম—এককালে জেনারেল কারিয়াপ্পার খুব কাছের মানুষ।

(১)

মেয়ে মিতা তখন ইন্দোনেশিয়ায়। ছেলে অরূপ লণ্ডনে। ওদের মা—ভবানী-পুরের বিখ্যাত মল্লিকবাড়ির মেয়ে তখন পরলোকে। সবাই যখন দূরে তখন তাঁর সল্টলেকের বাড়ি গেলে পুরনো এ্যালবাম্ খুলে ছবি দেখাতেন। গল্প করতেন বিশ্বযুদ্ধের। সুদূর বর্মা থেকে শ্বেতপাথরের মস্ত একটি বুদ্ধমূর্তি অনেক কষ্টে কেমন করে জরুরে এনেছিলেন তার গল্প শোনাতেন। ছেলেবেলার কথা বলতেন—দারুণ লাঠি খেলত রঘু ঘোষ, বুড়ো হাড়েও ভেল্কি দেখাত। পশুপতি কামার শিরা বের-করা কঙ্কালসার হাতে ভারী খাঁড়া তুলে কালীপুজোয় রাতভোর পাঁঠা কাটত।

পুরনো জরুরের বড়বাড়ি ছোটবাড়ি মল্লিক-বাড়ি সেনবাড়ির রাখাল মাহিন্দার কোঠাল চৌকিদার হারা লোহা মুক্তি (৫ম পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

एनटीपीसी
NTPC

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD.

(A Government of India Enterprise)

Farakka Super Thermal Power Project

Notice Inviting Tender

1. 0 NTPC, Farakka Project is interested in getting the following works executed through reputed agencies having experience in the relevant field. Interested agencies are requested to apply for the tender documents. The qualifying requirements and brief work details for the jobs are indicated below :

Tender Ref No.	Name of Work	Estimated Value (Rs. in Lacs)	Completion period (in months)	EMD Value (Rs.)
T-05/5389	Rate contract for Handling of General goods in Stores area at NTPC-Farakka.	07.80	12	16,000.00
T-12/5462	Overhauling (including strengthening of winding lacing in some cases) of 6.6 K V motor at NTPC Farakka.	27.85	12	56,000.00
T-15/5618	Rate contract for maintenance of Air Conditioners, Coolers, Refrigerators, Bottle Coolers and Deep Fridges at Plant Site and Township area of NTPC-Farakka	18.55	12	37,000.00
T-11/5694	Rate contract for Ash Handling System equipments of Stg. I at NTPC-Farakka.	26.74	12	54,000.00
T-12/5759	Maintenance of Otis make lifts at NTPC-Farakka.	7.40	18	15,000.00

2.0 QUALIFYING REQUIREMENTS :

For all works :

a) The bidder should have similar experience as detailed below in Government Organisation/PSU of Central/State Government.

b) The bidder must possess latest Income Tax Clearance Certificate and independent Provident Fund Code Number.

For T-05/5389 :

c) Bidders must have executed similar job in a single work order valued not less than Rs. 5.00 Lakhs (Rupees Five Lakhs only) within last 05 (five) years

For T-12/5462 :

Bidder must have done the following jobs during last 3 years.

i) Overhauled at customer's site (power station/continuous process industry), a lot of 8 nos of HT motor (Out of which at least one should be more than 1000 kw) simultaneously, within maintenance period of 30 days.

ii) Blue matching and related jobs of white metal bearing size 150 NB or more for at least 05 motors or other mechanical equipment having such bearings.

OR

Overhauling of at least 5 vertical motors with white metal bearings of rating not less than 500 kw.

For T-15/5618 :

Bidders should have executed similar work in the Field of Air Conditioning maintenance in a year amounting to not less than Rs. 10.00 lakhs (Rupees Ten lakhs only) in a single work order during the last 03 (three) years.

For T-11/5694 :

Bidders should have executed jobs for rotary parts like big size Pumps/Scrapper conveyor/Clinker Grinder and other allied equipments [not pipe line], Mills, ID/FD fans etc. with an order value of Rs. 15·00 lakhs [Rupees Fifteen lakhs only] in any single work order during last 03 [three] years.

For T-12/5759 :

i] Bidder must have undertaken comprehensive maintenance of at least 05 Nos of OTIS/BEACON/ECE make lifts for a minimum period of one year during last three financial years.

ii] Average Annual turnover should not be less than 05 lakhs for the last three years.

3.0 TERMS AND CONDITIONS :

a] All documents like Work Order Copy, Completion Certificate, documentary evidence of PF Code Number Income tax clearence Certificate, Sales tax clearence Certificate etc. shall be enclosed with the application.

b] NTPC will not be responsible for postal delay or any other delays.

c] The bidder has to submit application alongwith DEMAND DRAFT of Rs. 500/- [NON-REFUNDABLE] in favour of NTPC LTD , FSTPP, payable at SBI, Andua [Branch code—7099] with all required documents as mentioned above.

d] The envelope must be superscribed with tender ref. No. & name of the work.

e] Tender documents shall be issued by regd. Post/Courier only to those intending parties who prima-facie meet the specified qualifying requirements as brought out in this Notice Inviting Tender after scrutiny of the Experience details/Documents submitted by the bidders along with their request for issue of tender papers.

[Cont. 4 Pages]

However, issuance of tender documents shall not automatically construe qualification of the firm for award of work, which will actually be determined during bid evaluation.

f) The value of EMD as indicated above is to be submitted alongwith Price did only. The bid opening date will be mentioned in the bid document which shall be sent to the qualified bidders only.

g) NTPC shall not be responsible for any delay in receipt or non-receipt of applications caused due to postal delay or any other reasons.

h) NTPC reserves the right to alter the qualifying requirements and to accept or reject any or all applications without assigning any reason thereof.

i) NTPC reserves the right to divide the work amongst more than one party.

j) The above specification details are only indicative and full details will be given in our bid documents. Interested parties are advised to visit the site and familiarise themselves with actual site conditions.

k) If last date of receipt of application/tender submission and opening is a closed holiday for NTPC, Farakka, tender application/tender submission and opening shall be shifted to the next working day.

l) Purchase preference to Central Public Sector Enterprises as well as joint ventures with Central Public Sector Enterprises may be given as per rules as applicable to NTPC.

m) NTPC reserves the right to assess the capacity and capability of bidders after opening of bids and reserves the right to reject any or all tenders without assigning any reasons.

n) Agency should possess valid Income Tax Clearance Certificate and Sales Tax Clearance Certificate from appropriate authority.

o) The response from qualified vendors against this advertisement shall be considered for registration with NTPC, Farakka for a period of three years.

p) Application with all relevent documents should reach in the office of Sr. Manager (CS) by 05. 01. 99.

Address for communication : Sr. Manager (CS), National Thermal Power Corporation Limited, Farakka Super Thermal Power Station, P. O. Nabarun, Dist. Murshidabad, West Bengal PIN.-742236.

জিগিষা নয়, জিঘাংসা নয়

"জিগিষা নয়, জিঘাংসা নয়। প্রভুত্ব নয়, প্রবলতা নয় —বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের ভেদ বিরোধ বিচ্ছেদ নয়—ছোট বড় আত্ম পর সকলের মধ্যেই উদারভাবে প্রবেশের যে সাধনা সেই সাধনাকেই আমরা আনন্দের সঙ্গে বরণ করবো।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Memo No. 984 (32)/Inf /Msd. Date 6-11-98

আপনিও উদ্যোগ নিন

ক্ষুদ্র শিল্প গড়তে এগিয়ে আসুন নিজেকে ও দেশকে স্বনির্ভর করে তুলুন—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তর আপনার এই প্রচেষ্টায় সহযোগিতার হাত বাড়াতে প্রস্তুত।

বিশদ বিবরণ ও পরামর্শের জন্য নিজ জেলার শিল্পকেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

Memo No. 1029 (32)/Inf./Msd. Date 25. 11. 98

আমাদের গাঁয়ের ডাক্তারবাবু (৩য় পৃষ্ঠার পর)

তারা তপেশ, ধনা, হারু, রাঞ্জুতদের মুখ থেকে শোনা জরুরের বাবুদের অনেক কথার মধ্যে দোর্দণ্ডপ্রতাপ শশীবাবুর জীবনে প্রথম রেলগাড়ি দেখার রোমাঞ্চকর গল্পটাও বলতেন....এনট্রান্স পাশ করে সিউড়ি কলেজে ভর্তি হবার জন্য জরুর থেকে মুরারই ষ্টেশন পৌঁছে গোরুর গাড়ি থেকে নেমে ট্রেনের জন্য প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু আচমকা রেলগাড়ির বিকট শব্দ শুনে দুর থেকে গল্ গল্ করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ট্রেনের (২য় পৃষ্ঠায়)

বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ জেলার সমস্ত লোকশিল্পীদের জানানো যাচ্ছে যে, যারা জেলার লোকশিল্পী তারা যদি এখনও জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদে তাদের নাম নথীভুক্ত না করে থাকেন তবে তাঁরা শীঘ্রই জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, মুর্শিদাবাদে যোগাযোগ করে নাম নথীভুক্ত করুন।

যারা নাম নথীভুক্ত করতে আসবেন তারা অবশ্যই তাদের স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপযুক্ত সার্টিফিকেট সঙ্গে নিয়ে আসবেন।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক

বহরমপুর ।। মুর্শিদাবাদ

Memo No. 1018 32) INF/MSD Date 24-11-98

পুরোনো নিয়ম ফিরে এলো (১ম পৃষ্ঠার পর)

সকালে ও দুপুরে স্কুল চালু করেন। কিন্তু এতে নানা অসুবিধা দেখা দেওয়ায় ও পড়াশোনার ক্ষতি হওয়ায় বর্তমানে আবার পুরোনো নিয়মে অর্থাৎ দিবা বিভাগে সমস্ত শ্রেণীর ক্লাস এক সঙ্গে চালু করা হয়েছে। যার ফলে শ্রেণীকক্ষ উপচিয়ে যথারীতি বারান্দায় বসেই অনেক ক্লাসের পাঠ চলছে। একই অবস্থা চলছে রঘুনাথগঞ্জ গার্লস স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে। সেখানেও অনেক ছাত্রীর ঠাঁই মেলে বারান্দায় সতরঞ্চিতে।

ইঁদুর-আরশোলাই এখন ভরসা (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রবেশ করা মুশকিল হয়ে ওঠে। খবরে প্রকাশ গ্রামীণ গ্রন্থাগার-গুলিতে যত পাঠক সংখ্যা আছে তা নামমাত্র। কেউ তাদের মধ্যে বই পড়ে না কিংবা গ্রন্থাগারের দিকে ফিরেও তাকাই না। তাই গ্রন্থাগারের আলমারীর ভিতরে জমছে ধূলো। মাকড়সার জাল আর অবলীলাক্রমে বাস করছে ইঁদুর, আরশোলা। উইপোকাতে কাটছে দামী দামী বই। তবু ভ্রূক্ষেপ নেই কারোর। কোথাও আবার গ্রন্থাগারগুলির বারান্দায় তাস, জুয়া কিংবা মদের আড্ডাও বসছে।

এক অভিনব দৃষ্টান্ত (১ম পৃষ্ঠার পর)

তাঁদের প্রয়োজনীয় বইপত্র পাচ্ছেন না। অর্থ সংকটের কারণ দেখিয়ে অসমাপ্ত বিল্ডিং পড়ে থাকলেও ইউ জি সি গ্রাণ্ডের টাকা আনার ব্যাপারে কলেজ পরিচালন সমিতির কোন উদ্যোগ নাই। ঢিলেঢালা প্রশাসনের সুযোগ নিয়ে বেশ কিছু অধ্যাপক নির্লজ্জভাবে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে কলকাতায় বসে পে কমিশনের হিসাব মেলাতে ব্যস্ত। এ এক অভিনব দৃষ্টান্ত।

CENTURY'S
VISHWAKARMA
আপনার স্বপ্নের বাড়ি তৈরী করতে ব্যবহার করুন ....
Century Cement
THE COMPLETE CEMENT
সেঞ্চুরী সিমেন্ট একটি সম্পূর্ণ সিমেন্ট
Lookad

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত
অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক
রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ
(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)
প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা
ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস)
এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।
হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস. মেডিক্যাল পুস্তক. ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিণ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।
বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট. সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভলুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স
মির্জাপুর ।। গনকর
ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

সকলকে অভিনন্দন জানাই—
রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ
(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেন্টার)
রেজিঃ নং—২০ ✱ তারিখ—২১-২-৮০
গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।
বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%
সততাই আমাদের মূলধন
জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | অচিন্ত্য মনিয়া সম্পাদক

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত,মুদ্রিত ও প্রকাশিত।